রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, জানুয়ারি ১২, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৯ পৌষ ১৪১৩/১২ জানুয়ারি ২০০৭

নং ১৭(পাব)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৯শে পৌষ, ১৪১৩/ ১২ই জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে প্রণীত এবং এতদসঙ্গে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭

অধ্যাদেশ নং ১/২০০৭

রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার্থ এবং জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক জীবন অক্ষুন্ন রাখা এবং সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক(১) এর অধীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন;

এবং যেহেতু রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার্থ এবং জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক জীবন অক্ষুন্ন রাখা এবং সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

এবং যেহেতু সংসদ এখন অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও মেয়াদ।**—(১) এই অধ্যাদেশ জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) ইহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে জারীকৃত জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে বলবৎ থাকিবে।

২। **অধ্যাদেশের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনগত দলিলে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীন প্রণীত বিধিসমূহ এবং বিধিসমূহের অধীন প্রদত্ত আদেশসমূহ কার্যকর থাকিবে।

৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার্থ বা জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা অর্থনৈতিক জীবন অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে অথবা সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যেরূপ বিধি প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ বিধি, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে অথবা কোন কর্তৃপক্ষকে, আদেশ দ্বারা, অনুরূপ বিষয়ে বিধান করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা জনমনে আতংক সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ নিবারণ;

(খ) বাংলাদেশের সাথে বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্ষুন্নকারী কার্যকলাপ নিবারণ;

(গ) বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় শান্তি বিঘ্নকারী কার্যকলাপ নিবারণ;

(ঘ) সমাজের বিভিন্ন অংশ বা শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ বা শত্রুতা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ নিবারণ;

(ঙ) রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ নিবারণ;

(চ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন ও জন-শৃঙ্খলা বিপর্যয়কারী কার্যকলাপ নিবারণ;

(ছ) সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য ব্যাহতকারী কার্যকলাপ নিবারণ;

(জ) জন-নিরাপত্তা, জন-শৃঙ্খলা ও সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য ক্ষুন্নকারী খবর বা বিষয়সম্বলিত সংবাদপত্র, বই-পুস্তক, দলিল বা কাগজপত্র মুদ্রণ বা প্রকাশনা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে অনুরূপ খবর বা তথ্য সম্প্রচার নিষিদ্ধকরণ;

(ঝ) দফা (জ) তে বর্ণিত কোন খবর বা বিষয়সম্বলিত কোন সংবাদপত্র, বই-পুস্তক, দলিল বা কাগজপত্র বাজেয়াপ্তকরণ এবং উহা মুদ্রণ বা প্রকাশনার জন্য ব্যবহৃত ছাপাখানা হইতে জামানত তলব এবং বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঞ) দফা (ঝ) তে উল্লেখিত জামানত বাজেয়াপ্তকরণ বা, ক্ষেত্রমত, সম্প্রচার নিষিদ্ধকরণ সত্ত্বেও দফা (জ) তে উল্লিখিত খবর বা বিষয়সম্বলিত সংবাদপত্র, বই-পুস্তক, দলিল বা কাগজপত্র মুদ্রণ বা প্রকাশনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাপাখানা বন্ধকরণ বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যন্ত্রপাতি জব্দকরণ;

(ট) নদী ও সামুদ্রিক বন্দর, বিমান বন্দর, ডকইয়ার্ড, রেলপথ, সড়ক, সেতু, খাল, টেলিগ্রাফ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, জলযান, স্থলযান, বিমান ও রেলগাড়ী পণ্যাগার ও মালগুদাম. কলকারখানা, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এবং সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য বাড়ী-ঘর, অঙ্গন ও অন্যান্য সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানকরণ;

(ঠ) বাংলাদেশের সঙ্গে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্ষুন্নকারী কার্যক্রম, রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিঘ্নকারী কার্যক্রম, সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য বিঘ্নকারী কার্যক্রম কিংবা বাংলাদেশের কোন অংশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা রক্ষাক্ষেত্রে অনিষ্টকারী কোন কার্যক্রম হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার ও আটক রাখিবার বিধানকরণ, এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তির কোন এলাকায় প্রবেশ, বসবাস, অবস্থান বা গতিবিধি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ আরোপকরণ;

(ড) বাংলাদেশে প্রবেশকারী, বাংলাদেশ ত্যাগকারী, অথবা বাংলাদেশ সফরকারী ব্যক্তিগণের নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) নদী ও সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, ডকইয়ার্ড এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ও ছুটি নিয়ন্ত্রণকরণ;

(ণ) রেলপথ, জনপথ ও স্থলপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে নৌযান, রেলগাড়ী বা অন্যান্য স্থলযানে স্থান সংরক্ষণ;

(ত) ডাক-সামগ্রী আটক বা উহা বিতরণ বিলম্বিতকরণ এবং ডাক, বেতার, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট বা টেলিফোনের মাধ্যমে বার্তা বা খবর প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তা বা খবর আটককরণ বা উহা প্রেরণে ব্যাঘাত সৃষ্টিকরণ ;

(থ) সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে শিল্প ও ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;

(দ) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

(ধ) সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ ও সেবাকার্য সম্পর্কিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সরকার কর্তৃক গ্রহণ;

(ন) মুদ্রা, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যাংক নোট, কারেন্সী নোট, সিকিউরিটি অথবা বৈদেশিক মুদ্রা ধারণ, ব্যবহার, হস্তান্তর বা উহার কায়কারবার নিয়ন্ত্রণ;

(প) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলকরণ;

(ফ) জনজীবনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ব্যাপারে মজুদদারী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী বা অন্য কোন প্রকার অসাধু কার্যকলাপ প্রতিরোধকরণ;

(ব) মুদ্রা, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যাংক নোট, কারেন্সী নোট, সিকিউরিটি এবং বৈদেশিক মুদ্রাসহ যে কোন প্রকার পণ্য বা দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী নিষিদ্ধকরণ এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর বিধানাবলী প্রয়োগকরণ;

(ভ) সভা, সমাবেশ, মেলা, মিছিল, শোভাযাত্রা এবং অবরোধ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণকরণ এবং তৎসংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশনা ও প্রচারণা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ আরোপ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ম) রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব বা সমিতির কার্যাবলী ও কর্মতৎপরতা স্থগিতকরণ;

(য) রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থের হানিকর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে সন্দেহে কোন স্থানে প্রবেশ এবং উহাতে প্রাপ্ত অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত হইতেছে সন্দেহে যে কোন বস্তু আটক ও হস্তান্তরকরণ; এবং

(র) ধর্মঘট ও লকআউট নিষিদ্ধকরণ ।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রণীত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা—

(ক) উক্ত বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির গ্রেফতার ও বিচার;

(খ) উক্ত বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা বা লঙ্ঘনের সহায়তা বা সহায়তার চেষ্টার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা, যে শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড হইতে পারিবে;

(গ) যে সম্পত্তি সম্পর্কে দফা (খ)-তে উল্লেখিত লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা বা লঙ্ঘনের সহায়তা করা হইয়াছে সে সম্পত্তি জব্দ, আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঘ) উক্ত বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সরকার বা কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান ও দায়িত্ব অর্পণ;

(ঙ) উক্ত বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ বা উহার লঙ্ঘন নিবারণের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;

(চ) উক্ত বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ মোতাবেক কোন নোটিশ জারীর ব্যাপারে বাধা নিবারণ; এবং

(ছ) উক্ত বিধির অধীন কোন লাইসেন্স, পারমিট বা সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবার জন্য ফি আদায়।

(৪) এই ধারার অধীন প্রণীত যে কোন বিধিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা দেওয়া যাইবে।

৪। **ক্ষমতা অর্পণ**।—সরকার, আদেশ দ্বারা ধারা-৩ এ উল্লিখিত যে কোন বিধির অধীন উহার সকল বা যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব উহার অধীনস্থ যে কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

৫। **আদেশের হেফাজত**।—(১) এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীন অর্পিত কোন ক্ষমতাবলে প্রদত্ত কোন আদেশ সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আদেশ প্রদান বা স্বাক্ষর করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে আদালত Evidence Act, 1872 (X of 1872) এর অর্থ অনুযায়ী উক্ত আদেশকে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা স্বাক্ষরিত বলিয়া গণ্য করিবে।

৬। **দায়মুক্তি**।—(১) এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি অথবা অনুরূপ কোন বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনরূপ আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি অথবা অনুরূপ কোন বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ২৯শে পৌষ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
১২ই জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ ইসরাইল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।